‘‘বৃটিশ বাংলাদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের অসাধারণ কৃতিত্ব বৃটেনে বাংলাদেশ কমিউনিটির ভাবমূর্তি ও সম্মান বৃদ্ধি করছে এবং দু-দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন আরো সুদৃঢ় করছে’’ বলেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার জনাব ডঃ এম. সাইদুর রহমান খান। হাই কমিশনার ১৬ জানুয়ারী ২০১০ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় লন্ডনের ব্যাডেন পাওয়েল হলে অনুষ্ঠিত বৃটিশ বাংলাদেশী কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদের এওয়ার্ড প্রদান কালে এই বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের ২০০৯ সালের জিসিএসই পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫টি এ*সহ ১০টি এ এবং এ লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি এ প্রাপ্ত বৃটিশ বাংলাদেশী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে তাদের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ হাই কমিশন এই এচিভমেন্ট এওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার আরো উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটি দু’দেশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে উৎসাহিত করছে। এটা যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ উভয়ের জন্য গৌরবের বিষয়। বাংলাদেশ হাই কমিশন তাই বৃটিশ বাংলাদেশী ছাত্র/ছাত্রী তথা কমিউনিটির কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এই এওয়ার্ড প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতেও সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগীতায় এ প্রোগ্রাম অব্যাহত থাকবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী জনাব ডেভিড ল্যামি। এছাড়াও বৃটিশ এমপি মিঃ ফ্রাংক ডবসন এমপি, মিঃ টম ব্রেক এমপি, ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন , লর্ড শেখ, এমইপি’স মিস জিন ল্যামবার্ট ও ডঃ চার্লস ট্যানকসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃটিশ এমপি, এমইপি, মেয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত রাখা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশন করেন। তাঁরা আরো বলেন বৃটেনে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ছাত্র/ছাত্রীরা জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও মেধার পরিচয় দিচেছ। তাঁরা যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে এবং যুক্তরাজ্য তথা বিশ্ব উন্নয়নে অবদান রাখছে। বহু সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের দেশ বৃটেনে বৃটিশ বাংলাদেশীরা তাঁদের সাফল্য উত্তোরত্তর বৃদ্ধি করতে পারবে এই আশাবাদ তারা ব্যক্ত করেন। এছাড়াও কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন , লর্ড শেখ, এমইপি’স মিস জিন ল্যামবার্ট ও ডঃ চার্লস ট্যানকসহ অনেকে। কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন এ লেভেলের সেরা সাফল্য অর্জনকারী প্রমিত আনোয়ার এবং জিসিএসই পরীক্ষায় সেরা কৃতিত্ব অর্জনকারী জাকির আহমেদ এবং অমৃত ঘোষ।

অনুষ্ঠানে এওয়ার্ড প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ এবং বিভিন্ন স্কুল/কলেজের শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ তিন শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, বৃটিশ বাংলাদেশী কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবি এবং

বাংলা ও ইংরেজী গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করে 'চ্যানেল আই (ইউরোপ)।

এওয়ার্ড প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীরা এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে হাই কমিশনের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য হাই কমিশনকে ধন্যবাদ জানায় এবং উল্লেখ করে যে এ অনুষ্ঠান তাদেরকে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো ভাল রেজাল্ট করার বিষয়ে অনুপ্রেরণা যোগাবে। তারা যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

২০০৯ সালের জিসিএইই এবং এ লেভেল পরীক্ষায় অসাধারন কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ ৬০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে এই এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস, নিউহ্যাম, এনফিল্ড, ক্যামডেন, রেডব্রীজ ছাড়াও লন্ডনের বাইরে ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম থেকে এসে ছাত্র/ছাত্রীরা মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদের কাছ থেকে ক্রেস্ট এবং সনদ গ্রহন করেন।

সবশেষে এ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমনডিত করার জন্য আগত ছাত্র/ছাত্রী, পিতা/মাতা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, বাংলা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, অনুষ্ঠানের প্রধান

অতিথি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরল ইসলাম নাহিদ, বিশেষ অতিথি বিশেষ অতিথি যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী জনাব ডেভিড ল্যামি, বৃটিশ এমপি মিঃ ফ্রাংক ডবসন এমপি, মিঃ টম ব্রেক এমপি, ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন , লর্ড শেখ, এমইপি'স মিস জিন ল্যামবার্ট ও ডঃ চার্লস ট্যানক এবং বিশেষ করে অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার চ্যানেল আই (ইউরোপ) সহ ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অফ বাংলাদেশ, ইউকে, আইকোন কলেজ অব টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্ট, বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ও লন্ডন টাইগার্স এবং হাই কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষনা করেন উপ-হাই কমিশনার জনাব এম. আল্লামা সিদ্দীকী।

(রাশেদ চৌধুরী)
মিনিষ্টার(প্রেস)